বৃষ্টি

আমার দুঃখের দিন তথাগত
আমার সুখের দিন ভাসমান!
এমন বৃষ্টির দিন পথে-পথে
আমার মৃত্যুর দিন মনে পড়ে।

আবার সুখের মাঠ জলভরা
আবার দুঃখের ধান ভরে যায়!
এমন বৃষ্টির দিন মনে পড়ে
আমার জন্মের কোনো শেষ নেই।

রাধাচূড়া

মালী বলেছিল। সেইমতো
টবে লাগিয়েছি রাধাচূড়া।
এতটুকু টবে এতটা গাছ?
সে কি হতে পারে? মালী বলে
হতে পারে যদি ঠিক জানো
কীভাবে বানায় গাছপালা।

খুব যদি বাড় বেড়ে ওঠে
দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
থেকে যাবে ঠিক ঠান্ডা চুপ-
ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে
লোকেও বলবে রাধাচূড়া।

সবই বলেছিল ঠিক, শুধু
মালী যা বলেনি সেটা হলো
সেই বাড় নীচে চারিয়ে যায়
শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে, আর
এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে
হয়ে ওঠে এক অন্য গাছ।

এমনকী সেই মরশুমি টব
ইতস্তেত চোরা টানে
বড়ো মাথা ছেড়ে ছোটো মাথায়

কাতারে কাতারে ঝেঁপে আসায়
ফেটে যেতে পারে হঠাৎ যে
সেকথা কি মালী বলেছিল?

মালী তা বলেনি, রাধাচূড়া!

উলটোরথ

ট্রেনের থেকে ঝাঁপ দিয়েছে ধানশিয়রে
গলার কাছে পাথরবাঁধা বস্তামানুষ

মাটির থেকে উঠছিল তার মাতৃভূমি
বুকের নীচে রইল বিঁধে বৃহস্পতি

ইচ্ছে ছিল তমালছোঁয়া দুঃখ ছিল
কিন্তু হঠাৎ টান দিয়েছে উলটোরথে

এসেছিলাম আমরা সবাই এসেছিলাম
বলতে বলতে ঝাঁপ দিল তাই অন্ধকারে

কামরাজোড়া অন্য সবাই চমকে উঠে
অল্প মুখের কৌতূহলে দেখল শুধু

ছন্দ আছে আসা-যাওয়ার ছন্দ আছে
আর তা ছাড়া ধ্বংস তো নয় বরং এ যে

সবার কাছে লাথি খাবার পদ্মবুকে
দেশ নেই যার এইভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায়

উলটোরথের ভিখিরি দেশ খুঁজে বেড়ায়
গলায় পাথর বুকের নীচে বৃহস্পতি।

গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ : ১৮

খোঁড়া পায়ে এতদূর এসেছি কি কিছু না পেয়েই
ফিরে যাব ভেবে? শোনো, তোমার চাতুরী আমি বুঝি।
হাতেরও আঙুল নেই তবুও প্রথম থেকে ফের

বানাব ছবি ও গান, ছড়াব উজাড় কথামালা।
এক পায়ে এক পায়ে শব্দ তুলে খুঁজে নেব ডেরা আবারও তোমার সঙ্গে দেখা হবে হিম গিরিখাতে।
ব্যভিচারী তুমি, তুমি যেখানেই যাও আমি যাব আমারই পাঁজর ভেঙে যদি শুধু মশাল জ্বালাও আমার করোটি নিয়ে ধুনুচি নাচাতে চাও যদি
তবু আমি কোনোদিন ছেড়ে যেতে দেব না তোমাকে। এক শতাব্দীর পরে আরেক শতাব্দী আরো এক আমি যদি না-ও থাকি তবুও আমিই পড়ে থাকে।

এই বাড়িটা

এই বাড়িটা আমার, ভেবেছিলাম। কোনায় কোনায় সাজিয়েছিলাম
অনেকরকম উজ্জীবনের মধ্যদিনের ছবি। দরজা জানলা দরাজ খোলা,
হাওয়ায় হাওয়ায় উথাল হয়ে উড়ে যাচ্ছে সময়, স্বচ্ছ সময়।
মানুষজনের আনাগোনায় অধীর সমবায়ের আভায় ভরে যাচ্ছে আমাদের
এই নতুন-পাওয়া বাড়ি, ভেবেছিলাম।
দিনের পরে দিন চলে যায়, বছর পরে বছর। দরজা-জানলা
আবজে কখন ধুলোয় ছন্ন ঘর। দুপায়ে পাঁক আঁকড়ে ধরে, চোখে
বসায় ঠুলি। লোকজনেরা রকমরকম উর্দি পরে, ভেল্কি দেখায়,
উল্কি আঁকে মুখে। ঠকঠকানো দেয়ালগুলি এগিয়ে আসে, জাপ্টে
ধরে, থাবায় কণ্ঠনালি। কড়িবরগাকড়া সবই কেবল হাতের দিকে
এগোনো হাতকড়া–
আবছা আলোয় দেখতে থাকি একটু একটু করে আমার
নিজস্ব এই গোটা বাড়িই পুলিশ!